দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

সঙ্কট এবার আরও তীব্র ঃ অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন

আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তির সুযোগই পাবে না

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ এ বছর ৫ লাখ ৬০ হাজার ছাত্রছাত্রী এসএসসি পাস করেছে। কিন্তু কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে মাত্র অর্ধেক। বাকি প্রায় আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই তীব্র ভর্তি সঙ্কট নিয়ে অভিভাবকমহল ও ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই দারুণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন।

দেশের সরকারী-বেসরকারী কলেজ ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে এত বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ নেই বলে ভর্তি সমস্যা প্রকটতর হয়েছে। একই সমস্যার কারণে গত বছরও একলাখ ৬০ হাজার এসএসসি পাস ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারেনি।

দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ২৭৩টি সরকারী ও ৭৬৭টি বেসরকারী কলেজ, ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ১৬টি কমার্শিয়াল কলেজ, ৩৯টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ও একটি গ্রাফিকস আর্টস ইনস্টিটিউটসহ মোট এক হাজার ১১০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী কলেজসমূহে তিন

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তির সুযোগই পাবে না

লাখ ১২ হাজার এবং কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাড়ে ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ রয়েছে। বাকি ২ লাখ ৪৩ হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রী পাস করেও ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে না। ফলে ভালভাবে পাস করার আনন্দ ভর্তি সমস্যার দুঃশ্চিন্তায় ইতিমধ্যেই ম্লান হতে শুরু করেছে।

বরাবরের মত এ বছরও রাজধানী ঢাকাসহ দেশের নামী-দামী সরকারী-বেসরকারী কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। উচ্চমূল্যে ভর্তি ফরম বিক্রি, ভর্তি ও সেশন ফি বৃদ্ধি এবং ভর্তি পরীক্ষার মান জটিল ও কঠিন করে এই নামীদামী কলেজগুলো ভর্তির অস্বাভাবিক চাপ এড়ানোর চিন্তা-ভাবনা করছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। চার বোর্ডে ছেলে ও মেয়েদের সম্মিলিত মেধা তালিকার ৮০টি স্থানের ২৮৬ জন এবং প্রথম বিভাগে পাস করা ২ লাখ ৭১ হাজার মেধাবী ও কৃতী ছাত্রছাত্রীকেও এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা চালাতে হবে। মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির পর কলেজ ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে আসন শূন্য থাকে মাত্র ৪৬ হাজার। অথচ ৪/৫টি করে লেটারসহ দ্বিতীয় বিভাগে চার বোর্ড থেকে এসএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই হচ্ছে ২ লাখ ৭৮ হাজার। এছাড়া তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৪ হাজার ছাত্রছাত্রী। উল্লিখিত হিসাব দেখে সহজেই অনুমান করা যায়— ভর্তি সমস্যা কত ভয়ঙ্কর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে যাচ্ছে।

চলতি বছর রাজধানী ঢাকার সরকারী-বেসরকারী ২৯০টি হাই স্কুল থেকে প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এসএসসি পাস করেছে। এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী পাস করেছে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে। অথচ নগরীর সরকারী-বেসরকারী মিলে ৮৭টি কলেজ ও ১১টি কারিগরি ইনস্টিটিউটে ভর্তির সুযোগ রয়েছে সর্বোচ্চ ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর। আইডিয়াল, গবঃ ল্যাবরেটরী, সেন্ট যোশেফ, ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেল, ভিকারুননিসা নুন, অগ্রণী, মতিঝিল সরকারী, উদয়ন, ধানমন্ডি সরকারী, খিলগাঁও সরকারী, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী, মনিপুর হাই স্কুল থেকে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় এবং প্রথম বিভাগে পাস করেছে। এসব নামী স্কুল থেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফল করে পাস করেও দুঃশ্চিন্তার মধ্যদিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের।

ঢাকার নামীদামী কলেজের মধ্যে ঢাকা কলেজ, নটরডেম কলেজ, সিটি কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ইডেন কলেজ, ভিকারুননিসা নুন কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, বাংলা কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজসহ ২৫টি কলেজে ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এসব কলেজে এবার ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের ৮শ' নম্বর পেতে হবে বলে শোনা যাচ্ছে। কোন কোন কলেজে সব মিলিয়ে ভর্তির সময়ই সাড়ে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা লাগবে বলেও জানা গেছে। এসব খবরে অভিভাবকরা দারুণভাবে বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। সারা দেশের বিভাগ ও জেলা শহরগুলোর চিত্রও অনেকটা একই রকম। সাধারণ মানের বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোতেও ভর্তির জন্য আড়াই থেকে ৩ হাজার টাকার প্রয়োজন বলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। দেশে পর্যাপ্ত গার্লস কলেজ না থাকায় ৪ বোর্ড থেকে পাস করা দু'লাখ ৩২ হাজার ছাত্রীদেরও ভর্তি নিয়ে দারুণ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কলেজ শিক্ষক জানিয়েছেন, সরকারী ও বেসরকারী কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সঠিক কোন নিয়মনীতি নেই, এবং ভর্তি ফি'র ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয় না বলে যেখানে যে যেমন পারছেন সুযোগের অপব্যবহার করছেন। আর ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে নিরীহ অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের।